দামুড়হুদায় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পরিষদের ইউপি সদস্য ও সচিবদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় তিন প্যানেল চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে ৯ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাজিবার রহমানকে ১ নং প্যানেল চেয়ারম্যান, ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনকে ২ নং প্যানেল চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য সুমিয়া খাতুনকে ৩ নং প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্য চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস তার বক্তব্য বলেন আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলাম। আমাকে ইউনিয়নের সাধারন মানুষ দলমত নির্বিশেষে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়নের সকলের চেয়ারম্যান। আমি শুরু থেকে দলমতের উর্দ্ধে থেকে পরিষদে সাধারন মানুষকে সেবা দিয়ে আসছি। গরীব দুখী মেহনতি মানুষের সেবা করে আসছি। চেয়ারম্যান হিসাবে চেয়ারে বসে কখনো কোন দলের পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করিনি। চেষ্টা করেছি প্রকৃত নাগরিক সেবা দিতে। অসহায় দুস্থদের প্রাপ্য সেবা টুকু দিতে। আজকে আমি খুবই খুশী। আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের চেয়ারম্যান মনে করেন বলে আমি সকলের সহযোগীতায় সকলের ভালোবাসায় পরিষদে অফিস করতে পারছি। আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, সাজিবার মেম্বর, আলমগীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মন্টু, বিল্লাল হোসেন, আ:রাজ্জাক, আনেহার খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, দেলোয়ারা খাতুন, মাহবুবুর রহমান, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, ওমেদুল হক প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে শত শত মানুষ মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৫বছর এই অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের কন্ঠরোধ করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা আকড়ে ছিলো। এই অবৈধ সরকারের অবৈধ পন্থায় নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী ভোট চুরি করে চেয়ারম্যানের চেয়ার দখল করে আছে। এই পরিষদের সেবা নিতে আসা জনগণ প্রতিনিয়ত হয়রানির স্বীকার হয়েছেন। ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে সে সাধারণ জনগনের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। এখন আর তার মতো অবৈধ ভোট চোর চেয়ারম্যান কে চেয়ারে বসতে দিতে চান না ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ। তার পদত্যাগের দাবীতে ফুষে উঠেছে ইউনিয়ন বাসী।

বক্তারা আরও বলেন, এই ইয়ামিন চেয়ারম্যান অবৈধ সরকারের অবৈধ ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন বাসীর উপর অন্যায় ও নির্যাতন করে আসছে। তার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সে দীর্ঘদিন যাবত আদম ব্যবসা করে নিরিহ মানুষের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বনে গেছেন কোটি টাকার মালিক। তার অবৈধ ক্ষমতায় দাফটে কেউ মুখ খুলে প্রতিবাদ করতেও সাহস করেনি। কেউ তার বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ ও তার নিজেস্ব ক্যাডার বাহিনী দিয়ে নির্যাতন করার ও ঘটনা আছে রহরহ। অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবী তুলেছে স্থানীয় ছাত্র-জনগণ।

দর্শনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ

দর্শনায় জাতীয়তাবাদী থানা স্বেচ্ছা সেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা ডাক বাংলো চত্বর থেকে একটি বনার্ঢ্য র্যালী বের হয়ে দর্শনা শহর প্রদক্ষিন করে দর্শনা ডাক বাংলোয় এসে শেষ হয়।

এরপর সমাবেশের মুল কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দর্শনা খানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নুর আলম সিদ্দিকী মজনু।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত। তিনি স্বেচ্ছা সেবক দলের সকল নেতাকর্মীদের উদ্যোশে বলেন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আর্দশ মেনে আগামীতে একটি দুর্নীতি ও শোষন মুক্ত দেশ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুঃসাশনের অবসান ঘটিয়ে আবারও দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সকলকে কাজ করে যেতে হবে এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আর্দশকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, অনষ্ঠানের প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়কা হাবিবুর রহমান বুলেট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শনা পৌর শাখার সমন্বয়ক সদস্য বিশেষ বক্তা নাহারুল ইসলাম, শরীফ উদ্দিন, রাশেদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দর্শনা পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাষ্টার, দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক নাসীর উদ্দিন ও লৎফর রহমান, জালাল উদ্দিন,দর্শনা পৌর যুবদলে আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, থানা যুবদলে যুগ্ম সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, জালাল উদ্দিন, মহিম কুমার রতন, আব্দুল আজিজ ও মুহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর সদস্য সচিব আবু হেনা রনি।

দামুড়হুদা কাঁঠালতলায় গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন

আহত

দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলা নামক স্থানে গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন গরু ব্যাবসায়ী মারাত্মক আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা টু চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামক স্থানে রাত সাড়ে ৮ টার

দিকে একটি পাওয়ার ট্রলি মেহেরপুর হাটে গরু বেচাকেনা করে দুধপাতিলা নিজ বাড়ির উদ্দেশ্য যাওয়ার সময় কাঁঠালতলা নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মেহগনি গাছের সহিত ধাক্কা লেগে গাড়িতে অবস্থান করা ০৭ জন গরু ব্যবসায়ি আহত হয়। এর মধ্যে জামাল (৫৫) পিতাাঃ মৃত আজিজুল সরদার, লালটু (৩৫) পিতাঃ মোসলেম, শিমুল (১৭) পিতাঃ হাবলু, খটুক (৩০) পিতাঃ কাসেম সর্বসাং উপজেলার দুধপাতিলা। এদের মধ্যে ০৪ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ভিকটিম চারজন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে শিমুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক জনক।

প্রশাসক হিসাবে দর্শনা পৌরসভায় তাসফিকুর রহমানের যোগদান

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করে স্বৈরাচারী সরকারকে বিদায় হওয়ার পর গত ১৯ আগষ্ট সারা দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের মেয়র পদ অপসারন করেন। অপসারনের পর দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর ১ শাখার ১৮ আগস্টে ২০২৪ ইং তাং নিয়োগ প্রাপ্ত হন। গত ১৯ শে আগস্ট দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ১ম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বিকাল ৪ টায় পৌর হলরুমে মত বিনিময় করেন।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান বলেন মানুষের সেবায় হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, দর্শনা পৌরবাসি সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়। আমি শুনেছি পূর্বের মেয়র সাহেব ভালমনের মানুষ ছিলেন। মেয়র সাহেবের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসি। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে মানুষের সেবা দিতে। একই সাথে আপনাদের কে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। জনগণের চাহিদা থাকে রাস্তাঘাট ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে সহায়তা করা। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। মত বিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক সরোয়ার হোসেন, কর আদায়কারী আরিফিন হোসেন, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী জাহিদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা।

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে ছেলেকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জেলা জামাতের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে থানা জামায়াতের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমীন বলেন, ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে স্বোরশাসনের পতনের মাধ্যমে এ দেশে বিপ্লবী ছাত্র সমাজ, বঞ্চিত ও পেশাজীবি মানুষ আরো একবার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করেছে। দেশে গণতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসন শুরু হয়েছিলো আজ থেকে ১৬ বছর আগে। দেশের সকল সেক্টরে ছিলো দলীয় করণ। অফিসগুলোতে সুদ-ঘুষ বানিজ্য ছিলো এ দেশের প্রতিদিনের নৈমিত্তিক চিত্র। সাধারণ মানুষ এ সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখতে পারেনি সত্য, কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস ৫ আগষ্ট নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলো। তাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভিষন মানুষের কল্যান সাধন করা, দেশ পরিচালনা সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ সভার সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা জামায়েতর আমীর রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি এ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল, সহ সেক্রেটারী, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমীর আজিজুল হক, সাবেক সেক্রেটারি গোলজার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় দর্শনা প্রেসক্লাবে সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী,সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, হানিফ মন্ডল, সহ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি,

প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, এফএ আলমগীর, মনিরুজ্জামান সুমন, আহসান হাবিব মামুন, মাসুম বিল্লাহ, আব্দুর রহমান, ইমতিয়াজ রয়েল, শ্রী সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, ফরহাদ হোসেন, আবিদ হাসান রিফাত,দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামানসহ কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেনের সাথে কেরু অতিথি ভবনে এক মতবিনিময় করেন, তারপর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার সাথে ও দর্শনা পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থী অপহরণ করে হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদন্ড

চুয়াডাঙ্গা ভিজে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে (১৫) অপহরণ করে হত্যার দায়ে আসামি মো. মামুনকে (৩০) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকার সোমবার চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ (২) আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় প্রদান করেন। আদালতের সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট শরীফ উদ্দিন হাসু জানান, ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের অস্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে আসামি মো. মামুনসহ চারজন অপরহরণ করে। তারপর তার পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা প্রদান না করে পরিবারের লোকজন বিষয়টি পুলিশ ও র্যাবকে অবহিত করে। ঘটনার দুই দিন পর মাহফুজ আলম সজিবের লাশ চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিএন্ডবি পাড়ার একটি বাড়ির ঢাকনা খোলা সেফটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করে র্যাব।

এ ঘটনায় নিহত সজিবের মামা মোঃ আব্দুল হালিম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মামুনসহ চারজনকে আসামি করা হয়। মামলা দায়েরের পর মামলার তিনজন আসামি ক্রসফায়ারে নিহত হন। জীবিত থাকে একমাত্র মো. মামুন। আসামি মো. মামুন দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই আব্দুল খালেক তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে থানায় চার্জশিট প্রদান করেন। মামলার মোট ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামি মোঃ মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মোঃ মামুনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার আদেশ দেন আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী। মামলায় রায়ে আসামিকে আরো ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দু’দিনেও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ স্কুলছাত্র লাবিবের

আলমডাঙ্গা উপজেলার জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র আহমেদ আব্দুল্লাহ লাবিব (১৪)। গত রবিবার নিখোঁজের দিন সকালে তার মায়ের নিকট টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। সে আর ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে সব আত্মীয়- স্বজনের বাড়ি খোঁজ করা শেষ, কিন্তু হদিস মেলেনি লাবিবের। তারা দুই ভায়ের মধ্যে লাবিব ছোট।

গত ২ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে সে। ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় মুদি দোকান ব্যবসায়ী বাবা মো: জান্নাত আলী আর গহিণী মা কহিনুর খাতুন। তাঁর ছেলে কি সত্যি নিখোঁজ আছে নাকি কোনো অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এই দম্পতি।

এ নিয়ে পরের দিন সোমবার লাবিবের বাবা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আরেকদিন খোঁজাখুঁজির পর জিডি

করার পরামর্শ দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মুদি দোকানী জান্নাত আলীর ছোট ছেলে লাবিব। সে স্থানীয় জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। গত রবিবার সকালে প্রাইভেট পড়া নিয়ে তার মায়ের সাথে মনোমালিন্য হয়। পরে বাড়ির পাশে প্রাইভেট শেষে তার মায়ের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পারকুলা বাজারে নাস্তা করতে যায়। পরে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের সদস্যরা তাকে নিকটতম সকল আত্নীয়-স্বজনের

বাড়িতেও খোঁজাখুঁজি করেছে। লাবিবের উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। গায়ের রঙ শ্যামলা। বাড়ি থেকে যাবার সময় জিন্সের প্যান্ট ও কালো রঙের টি-শার্ট পড়েছিল। এরপর থেকে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে শিশুটি। ছেলেটির কোন সংবাদ পেয়ে থাকলে ০১৭৪৬-৯২৬৯৪৫, ০১৭৯৩-৪১৯২৬২ এ নাম্বারে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে।